

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়  
গণপূর্ত অধিদপ্তর  
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।  
ফোন : ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩  
উন্নয়ন শাখা-৩  
Website: [www.pwd.gov.bd](http://www.pwd.gov.bd)

স্মারক নং- ২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.৪৪৯.১৬. ৪৩ (২৬৫)

তারিখ :- ২৬/০৪/১৪২৩ বঙ্গাব্দ  
৩০/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

বরাবর

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী- সওস/ পওবিপ্র/ স্বাস্থ্য উইং/ ই-এম, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন-ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সংস্থাপন/ পিপি/ উন্নয়ন/ পেকু/ মনিটরিং এন্ড অডিট/ ই-এম পি এন্ড ডি/প্রকল্প সার্কেল-১/ প্রকল্প সার্কেল-২/ ডিজাইন সার্কেল-১/ ডিজাইন সার্কেল-২, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল- ১/ ২/ ৩/ ৪/ সাভার/ রক্ষণাবেক্ষন/ই-এম সার্কেল-১/ ২/ ৩/ ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম সার্কেল-১/ ২/ চট্টগ্রাম ই-এম সার্কেল/ কুমিল্লা/ সিলেট/ বরিশাল/ খুলনা/ যশোর/ রাজশাহী/ রংপুর/ বগুড়া।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সংস্থাপন/তদন্ত কোষ/ ওএন্ডএম/ পিপি/ প্রকল্প বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ডিজাইন বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ পেকু/ অডিট/ মনিটরিং/এম.আই.এস সেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ নগর/ আরবরিকালচার/ ইডেন ভবন/ মেডিক্যাল/ এসবি নগর-১/ ২/ ৩/ মহাখালী/ মতিঝিল/ আজিমপুর/ মিরপুর/ সম্পদ/ ঢাকা রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ/ সাভার/ নারায়নগঞ্জ/ নরসিংদী/ মুন্সিগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/ গাজীপুর/ ময়মনসিংহ/ টাঙ্গাইল/ কিশোরগঞ্জ/ শেরপুর/ জামালপুর/ নেত্রকোনা/ চট্টগ্রাম বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান/ কক্সবাজার/ চট্টগ্রাম রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ/ চট্টগ্রাম ই-এম বিভাগ-১/ ২/ চট্টগ্রাম ই-এম পি এন্ড ডি/ কুমিল্লা/ চাঁদপুর/ ফেনী/ বি-বাড়িয়া/ নোয়াখালী/ লক্ষীপুর/ সিলেট/ সুনামগঞ্জ/ মৌলভীবাজার/ হবিগঞ্জ/ খুলনা বিভাগ-১/ ২/ সাতক্ষীরা/ বাগেরহাট/ যশোর/ মাগুরা/ কুষ্টিয়া/ ঝিনাইদহ/ নড়াইল/ মেহেরপুর/ চুয়াডাঙ্গা/ ফরিদপুর/ রাজবাড়ী/ বরিশাল/ ভোলা/ পটুয়াখালী/ মাদারীপুর/ শরিয়তপুর/ গোপালগঞ্জ/ বরগুনা/ ঝালকাঠি/ পিরোজপুর/ রাজশাহী বিভাগ-১/ ২/ চাঁপাই নবাবগঞ্জ/ পাবনা/ নওগাঁ/ নাটোর/ বগুড়া/ জয়পুরহাট/ সিরাজগঞ্জ/ রংপুর/ কুড়িগ্রাম/ দিনাজপুর/ ঠাকুরগাঁও/ গাইবান্ধা/ নীলফামারী/ লালমনিরহাট/ পঞ্চগড়/ ঢাকা ই-এম পি এন্ড ডি বিভাগ-১/ ২/ ই-এম বিভাগ- ১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ ৭/ ৮/ কাঠের কারখানা/ ওয়ার্কশপ বিভাগ/ জরিপ বিভাগ, ঢাকা।

বিষয়ঃ গণপূর্ত অধিদপ্তরের দরপত্র কার্যক্রম ই-টেডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্নের লক্ষ্যে ই-জিপি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মানের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারী ক্রয়কার্যে শতভাগ ই-টেডারিং নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দ্রুততার সাথে ই-জিপি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের নিমিত্তে কতিপয় বিষয়ে স্পষ্টীকরণের আবশ্যিকতা রয়েছে। সে দিক লক্ষ্য রেখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের জন্য ই-জিপি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রস্তুতপূর্বক মাঠ পর্যায়ে সকল ক্রয়কারী বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, মাঠ পর্যায়ের সকল ক্রয়কারীকে ই-জিপি'র মাধ্যমে শতভাগ ক্রয়কার্য নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তিঃ নির্দেশিকা ০১ সেট (তিন পাতা)।

(মোঃ হাফিজুর রহমান মুন্সী)  
প্রধান প্রকৌশলী  
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং- ২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.৪৪৯.১৬. ৪৩/১ (২)

তারিখ :- ২৬/০৪/১৪২৩ বঙ্গাব্দ  
৩০/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।

(মোঃ হাফিজুর রহমান মুন্সী)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)  
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।



## গণপূর্ত অধিদপ্তরের জন্য ই-জিপি বিষয়ক নির্দেশিকা

এ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ই-জিপি পোর্টালে ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গণকে নির্দেশ প্রদান করা হলঃ

### ১) মৌলিক নীতি :

বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম (e-GP) বাস্তবায়নের লক্ষে ই-জিপি তে দরপত্র আহ্বান করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন ও নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট- ২০০৬ (PPA-2006),
- সংশোধনী সহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ (PPR-2008) এর মৌলিক নীতি সমূহ এবং
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এর ৬৫(২) ধারার ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত **Bangladeshe-Government Procurement (e-GP) Guidelines**

### ২) ID & PASSWORD :

ই-জিপি ইউজার তৈরির ক্ষেত্রে এম আই এস সেল থেকে সরবরাহকৃত আইডি ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোন আইডি ব্যবহার করা যাবে না।

- ই-জিপি তে ব্যবহৃত লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড এবং লগইন আইডি তে ব্যবহৃত ই-মেইলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন পূর্বক নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বদলী / পদোন্নতি / চাকুরী হতে অবসরজনিত কারণে অথবা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব হস্তান্তর এর সময় ই-জিপি সংক্রান্ত সকল আইডি ও পাসওয়ার্ড হস্তান্তর করতে হবে।
- দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তা পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নিরাপদে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করবেন।

### ৩) দরপত্র দলিলের মূল্য :

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিউ) এর পরিপত্র স্মারক নং ২১.৩৬০.০৩৩.০০.০০.২১৩-২০১০.৯৬৯ তারিখ ০৪-১১-২০১৩ ইং মোতাবেক ই-জিপি সিস্টেম মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং এর ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলের মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত :

টেন্ডারের প্রাক্কলিত মূল্য	ডকুমেন্ট ফি
৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০০০ টাকা
২ কোটি টাকা পর্যন্ত	২০০০ টাকা
২ কোটি টাকার উপর	৪০০০ টাকা

### ৪) সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) :

- LTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের সময় ঠিকাদার সিলেকশনের ক্ষেত্রে যেহেতু পিডব্লিউডি এনলিস্টেড ঠিকাদার নির্বাচনের সুযোগ নেই, সেক্ষেত্রে **eligibility of tenderers option**-এ শুধুমাত্র পিডব্লিউডি এনলিস্টেড ঠিকাদার থাকার শর্ত রাখা যেতে পারে। এছাড়া ঠিকাদারের তালিকা সংরক্ষণ ও দরপত্র মূল্যায়নের সময় PPR-2008 এর বিধি ৫২ মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬” মোতাবেক অনধিক ৩(তিন) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (official estimate) উল্লেখ করতে হবে। [ দ্রষ্টব্যঃ ১ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত ২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন এর ধারা ৫, ৬ ও ১১]
- সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। [ দ্রষ্টব্যঃ ২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ১৯ নং ধারার উপ-ধারা (১ক) এর শর্তাংশ]

### ৫) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) :

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ মোতাবেক ২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ৩১ নং ধারা সংশোধন পূর্বক উপ-ধারা (২) এর পর নতুন সংযোজিত উপ-ধারা (৩) ও (৪) নং এর মর্মানুযায়ীঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। [ দ্রষ্টব্যঃ ২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন এর ধারা নং ৭ এর উপ-ধারা (৩)]
- দরপত্র মূল্য সমতার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ও কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করতে হবে, কিন্তু লটারীর মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করা যাবে না। [ দ্রষ্টব্যঃ ২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন এর ধারা নং ৭ এর উপ-ধারা (৪)]

### ৬) OPENING TIME :

- ই-জিপি সিস্টেমে দরপত্র Opening Time এর এক ঘণ্টার মধ্যে Open করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় HOPE-এর নিকট Request For Tender Time Extension প্রেরণ করতে হয়।
- একই দিনে এক/একাধিক দরপত্র আহ্বান করা হলে তার Opening Time অফ-পীক আওয়ার অথবা টাইম flexible করা যেতে পারে। এতে Request for Tender Opening Time Extension সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব।
- তাছাড়া দুই এর অধিক দরপত্রের Opening Time একই সময়ে না দেয়া বাঞ্ছনীয়।

### ৭) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) :

বর্তমানে ই-জিপি গাইডলাইন মোতাবেক ই-জিপি তে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সর্বোচ্চ ৩(তিন) ও সর্বনিম্ন ২(দুই) জন সদস্য রাখা যাবে এবং এদের মধ্যে অবশ্যই ২(দুই) জন দরপত্র আহ্বানকারী PE অফিস /সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী থেকে রাখতে হবে। যার ফলে মাত্র ১(এক) জন সদস্য PE অফিসের বাহির থেকে (Member Outside from PE) রাখা যাবে। প্রত্যাশী সংস্থা যদি ই-জিপি সিস্টেমে CPTU কর্তৃক রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন তা হলে তাদের মনোনীত কর্মকর্তাদের কে Others PE থেকে নির্বাচন করার সুযোগ থাকবে নতুবা তাদের মনোনীত কর্মকর্তাকে Member Outside from PE হিসেবে রাখার সুযোগ নাই। তাই CPTU প্রণীত ই-জিপি গাইডলাইন অনুচ্ছেদ ৩.৬.১ এর আলোকে প্রস্তুতকৃত ছক (পেরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত) অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের কাজের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা যেতে পারে।







○ **দরপত্র উন্মুক্ত করণ কমিটি (TOC) :**

এটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি, যার মধ্যে একজনকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট PE অফিসের হতে হবে এবং তাকে TEC কমিটিরও সদস্য হতে হবে।

দরপত্র আহ্বানকারী, PE	১ম সদস্য (সংশ্লিষ্ট PE অফিস এবং TEC কমিটির সদস্য)	২য় সদস্য
ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অ:প্র:প্র:)	i) সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সভাপতি	ii) সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ত:প্র:) / সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী / সংশ্লিষ্ট জোনের স্টাফ অফিসার (নি:প্র:)/ প্রত্যাশী সংস্থার প্রকল্প পরিচালক (প্র:প:) বা মনোনীত প্রতিনিধি, সদস্য
খ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ত:প্র:)	i) সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সভাপতি	ii) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (নি:প্র:) / সংশ্লিষ্ট সার্কেলের স্টাফ অফিসার (স:প্র:) / প্রত্যাশী সংস্থার প্রকল্প পরিচালক (প্র:প:) বা মনোনীত প্রতিনিধি, সদস্য
গ) নির্বাহী প্রকৌশলী (নি:প্র:)	i) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, সভাপতি	ii) সংশ্লিষ্ট PE অফিস এর সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী / সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী, সদস্য / প্রত্যাশী সংস্থার প্রকল্প পরিচালক (প্র:প:) বা মনোনীত প্রতিনিধি, সদস্য

**৯) এপিপি অনুমোদন :**

ই-জিপিতে টেন্ডার আহ্বান করে প্রকিউরমেন্ট করতে গেলে, টেন্ডার আহ্বানের পূর্বেই ঐ টেন্ডার সম্পর্কিত এপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেম এর মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। তাই যেসব টেন্ডার কার্যক্রম ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, সেসব কাজের এপিপি এর অনুমোদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ যে, ডেভেলপমেন্ট বাজেট বা রেভিনিউ বাজেট যাই হোক না কেন এদের আওতাধীন সকল ক্রয় পরিকল্পনাকে ই-জিপিতে এপিপি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই এপিপি অনুমোদনের জন্য অনুমোদিত এপিপি বা ডিপিপি এর হার্ডকপি স্ক্যান করে এটাচড ডকুমেন্ট হিসেবে ই-জিপি সিস্টেম মারফত APPROVAL WORKFLOW মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠাতে হবে। এই জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অফিসিয়াল ই-মেইল HOPE এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়গণের অফিসিয়াল ই-মেইল / ই-জিপি সিস্টেমে অথরাইজড অফিসার (AO) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**১০) BOQ :**

যেহেতু ই-জিপি কার্যক্রমে টেন্ডারের বিল অব কোয়ান্টিটি (BOQ) পূর্ব থেকেই অনুমোদিত প্রাক্কলনের উপর ভিত্তি করে তৈরী করতে হবে, সেহেতু সে সব প্রাক্কলন ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে এপিপি অনুমোদন নেওয়ার সাথে সাথেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। তাই যে সকল প্রাক্কলনের কাজ ই-জিপি-এর মাধ্যমে সম্পাদিত করা হবে সে সকল প্রাক্কলন তৈরী করে বর্তমান প্রচলিত নিয়মে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের উদ্যোগ নিতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইজিপি সিস্টেম এ অন লাইনে প্রাক্কলন অনুমোদন করার ব্যবস্থা রাখা হয় নাই বিধায় প্রচলিত পদ্ধতিতেই প্রাক্কলন অনুমোদন করে নিতে হবে এবং এই অনুমোদিত প্রাক্কলন এর স্ক্যানড কপি এটাচড ডকুমেন্ট হিসেবে ইজিপিতে এপিপি অথবা টেন্ডার ডকুমেন্ট APPROVAL WORKFLOW এর মাধ্যমে অনুমোদন করানোর সময় যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠানোর জন্য বলা যেতে পারে। এছাড়া PE কর্তৃক তৈরিকৃত BOQ এর আইটেমের সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি সংশোধন APPROVAL WORKFLOW এর মাধ্যমে অনুমোদন করানো যেতে পারে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত BOQ এর হার্ডকপি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (PE) অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

**১১) NOA, PCC ও CONTRACT SIGN সংরক্ষণ :**

ই-জিপিতে ক্রয় প্রক্রিয়ায় NOA প্রদানের সময় PCC UPLOAD করতে হবে। ই-জিপি সিস্টেমে CONTRACT SIGN পর্যন্ত সম্পন্ন করতে হবে। CONTRACT SIGN এর পরবর্তি অন্য সকল কাজ যথা চুক্তি পরবর্তি কার্যক্রম, বিল পরিশোধ, কাজের সময় বৃদ্ধি, COMPLETION CERTIFICATE প্রভৃতি কাজ সমূহ প্রচলিত নিয়মেই সম্পন্ন করতে হবে। এই জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে NOA, PCC, BOQ ও CONTRACT SIGN এর হার্ড কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

**১২) দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যখন মন্ত্রনালয় :**

যে সকল দরপত্রের দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ মন্ত্রনালয়, সে সকল দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহ্বানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

- এপিপি তৈরীর ক্ষেত্রে “Approving authority” select করার সময় “minister” সিলেক্ট করতে হবে।
- TEC অবশ্যই সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন (TER) মন্ত্রনালয়ে প্রেরনের ক্ষেত্রে contract approval workflow তে প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর কে reviewer হিসাবে select করতে হবে।

**১৩) অন্যান্য :**

- দরপত্র আহ্বানের পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক TEC ও TOC অনুমোদিত হতে হবে। যদি পূর্বে অনুমোদিত TEC ও TOC সংশ্লিষ্ট কাজের দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হয় তাহলে নতুনভাবে কমিটি অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।
- যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদসমূহে কিছুই বলা হয়নি, সে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য পিপিআর নির্দেশিকা ও CPTU প্রণীত ই-জিপি গাইডলাইন (উৎসঃ ww.eprocure.gov.bd) অনুসরণ করতে হবে।
- এ নির্দেশিকায় বর্ণিত/ ব্যাখ্যায়িত বিষয়াদিতে অস্পষ্টতা (যদি থাকে) পিপিআর-২০০৮ (সংশোধনী সহ) অনুসরণ করতে হবে।
- প্রয়োজনে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।